Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 51 – 56
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

সমর সেনের 'মহুয়ার দেশ' : স্বপ্ন ও বাস্তবের প্রতিভাস

পবিত্র বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
সাগর মহাবিদ্যালয়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ
ইমেইল : pabitra9909@gmail.com

Keyword
সমর সেন, মহুয়ার দেশ, নাগরিকতা, মধ্যবিত্ত জীবন, স্বপ্ন, বাস্তব, যন্ত্র সভ্যতা।

Abstract
বাঙালি কবিসমাজে সমর সেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গোত্রের, স্বতন্ত্র ভাবধারার কবি। তিনি কবিতার প্রকরণে ও পদ্ধতিতে পূর্বগামীদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন কাব্যধারারই প্রবর্তন করলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে তীব্র সংবেদনশীল ও অভিমানী জীবন-যৌবনের বেদনা নিয়ে বাংলা কাব্যের আসরে আবির্ভূত হলেন নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার সমর সেন। বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখক ও ইতিহাসবিদ দীনেশচন্দ্র সেনের পৌত্র হওয়ার সুবাদে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জসীমউদ্দিনের মতো স্বনামধন্য কবিদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তাঁর কবিতাতে এলিয়টের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আলোচ্য প্রবন্ধে আমাদের আলোচিত বিষয়, সমর সেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কয়েকটি কবিতা'-র অন্তর্গত 'মহুয়ার দেশ' কবিতায় কবির স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের মধ্য দিয়ে রূঢ় বাস্তবের মাটিতে ফিরে আসার বেদনাময় দুঃস্বপ্নের প্রতিভাস। মার্কসবাদে বিশ্বাসী কবি সমর সেন রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করলেও একথা তিনি জানতেন যে, স্বপ্ন ছাড়া আমাদের জীবনের কোনো দাম নেই। কেননা আমরা আমৃত্যু স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে থাকি এবং স্বপ্ন দেখতেও ভালোবাসি। কিন্তু স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় আমাদের মন যেমন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়, তেমনই কবির অন্তরও আর্তনাদ করে উঠেছে 'মহুয়ার দেশ' কবিতায়। এই কবিতায় স্বপ্ন থেকে স্বপ্নভঙ্গ এবং তা থেকে দুঃস্বপ্নের হাতছানিতে কঠিন বাস্তবের মাটিতে ফিরে আসার বাস্তব চিত্র ধরা পড়েছে—যেখানে কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে যন্ত্রসভ্যতার সর্বগ্রাসী চেহারাকে স্বপ্ন ও বাস্তবের প্রতিভাসে কবি তুলে ধরেছেন তাঁর অসাধারণ তুলির আঁচড়ে।

Discussion
বিশ শতকের বাঙালি কবিসমাজে সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গোত্রের, স্বতন্ত্র ভাবধারার কবি। তিনি কবিতার প্রকরণে ও পদ্ধতিতে পূর্বগামীদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন কাব্যধারারই প্রবর্তন করলেন। স্বাভাবিক ভাবেই, তৎকালীন আধুনিকতার যাঁরা কবি-নেতা, তাঁরা তাঁকে শিষ্য করতে পারেননি। তিনি বলতেন

যে, সমাজের মুক্তি না হলে কোনও ব্যক্তিমানুষের মনের মুক্তি ঘটে না। আকৈশোর কমিউনিস্ট ভাবধারায় লালিত সমর সেন 'বাবু বৃত্তান্ত'তে তিনি লিখে গেছেন—

> "জীবনধারার ছাপ চেতনা ও স্মৃতিশক্তিকে গড়ে, চেতনা নয়। অপর পক্ষে এটা পরে বলা হয়েছে যে, উপরিকাঠামোর প্রভাব জীবন-ধারার পরিবর্তনে সাহায্য করে। এটা যৌথজীবনে যতটা সম্ভব ব্যক্তিগত জীবনে ততটা নয়।"[১]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে তীব্র সংবেদনশীল ও অভিমানী জীবন-যৌবনের বেদনা নিয়ে বাংলা কাব্যের আসরে আবির্ভূত হলেন নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার সমর সেন। বারবার বস্তুবাদী দর্শন দিয়ে নিজের চেতনাকে বিশ্লেষণ করেছেন—

> "জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে,
> চেতনার ছাপ জীবন ধারাকে নয়।"[২]

আধুনিক বাংলা কবিতায় নগরজীবনের বিশেষত মধ্যবিত্ত সমাজের রক্তের ক্লান্তি, দুর্বহ অস্তিত্বের ধূসরতার বোধ, শ্রেণিগত বন্ধ্যাত্বের যন্ত্রণা, নৈরাশ্য আর নিদারুণ অবক্ষয়ের নিপুণ রূপকার ছিলেন সমর সেন। পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রেই কবি নিজেকে গড়ে তোলার উপযুক্ত পরিবেশ পেয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখক ও ইতিহাসবিদ দীনেশচন্দ্র সেনের পৌত্র হওয়ার সুবাদে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জসীমউদ্দিনের মতো স্বনামধন্য কবিদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যে তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ছাত্র জীবনে একদিকে ছিল 'কল্লোল', 'কালিকলমে'র মতো বহু প্রচলিত পত্রিকার প্রভাব, অন্যদিকে ইয়েটস্, শেক্সপীয়রের বিভিন্ন রচনায় তিনি স্বচ্ছন্দ বিচরণ করতেন। নিজের কবিতার প্রেক্ষাপট আলোচনা প্রসঙ্গে সমর সেন জানিয়েছেন—

> "বাংলার অতিবুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তখন ইয়েটস্, এলিয়ট, পাউণ্ডের প্রচণ্ড প্রভাব, বিশেষ করে এলিয়টের কবিতা ও গদ্য রচনাবলীর। 'শুদ্ধ' কবি হিসেবে ইয়েট্স্কে খাতির করতেন সুধীনবাবু। আমার বেশি অনুরাগ ছিল এলিয়টের প্রতি।"[৩]

বলাবাহুল্য, সমর সেনের কবিতাতে এলিয়টের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সমর সেন মুখ্যত শহুরে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়ের কবি। নিজে স্বীকারও করেছেন, তাঁর(সমর সেন) গণ্ডী সীমাবদ্ধ ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণিতেই, সে গণ্ডী কখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি। জনগণের সঙ্গে সুগভীর সম্বন্ধ ছিল না, পরিধি ও পরিবেশ ছিল একান্তই মধ্যবিত্ত। সমকালীন নাগরিক যৌবনের স্পর্শকাতরতা, বিক্ষুব্ধ আবহ ও অস্থিরতা যেন তাঁর কবিতায় ক্লান্তির ম্লান ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সমালোচক বুদ্ধদেব বসু তাঁর সম্পর্কে বলেছেন—

> "নাগরিক জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবি বা উল্লেখ কোনো কোনো আধুনিক কবিতে থাকলেও সমগ্রভাবে আধুনিক নগরজীবন সমর সেনের কবিতাতেই প্রথম ধরা পড়লো। সমর সেন শহরের কবি, কলকাতার কবি, আমাদের আজকালকার জীবনের সমস্ত বিচার বিক্ষোভ ও ক্লান্তির কবি।"[৪]

আসলে তাঁর কবিতায় মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের সীমাবদ্ধতার সকল দায় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট চেতনা ও শ্রেণিগত যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে মার্কসীয় দর্শনের ভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছে। কেননা, তিনি ছিলেন মার্ক্সবাদে দীক্ষিত এবং সাম্যবাদের কবি।

বলা বাহুল্য, বাংলা কবিতার জগতে সমর সেন একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। কবিতার বিষয় নির্বাচন এবং রচনারীতির বিশিষ্টতায় অত্যন্ত স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি পাঠকমহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। রোমান্টিকতাবর্জিত তীক্ষ্ণ ভাষার ব্যবহার তাঁর কবিতাগুলিকে অন্যান্যদের থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছিল। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে 'শ্রীহর্ষ' পত্রিকায়

সমর সেনের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। তবে ১৯৩৫-এ 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত সমর সেনের চারটি কবিতা কবিকে কবিসমাজে আত্মপ্রকাশের পথ খুলে দেয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাগুলি পড়ে, 'কবিতা' পত্রিকায় দ্বিতীয় সংখ্যায় (৩রা অক্টোবর ১৯৩৫) উচ্ছ্বসিত হয়ে বুদ্ধদেব বসুকে চিঠিতে লেখেন—

> "...সমর সেনের কবিতা কয়টিতে গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে এঁর লেখা ট্যাঁকসই হবে বলেই বোধ হচ্ছে।"[৫]

সমর সেনের প্রথম গ্রন্থ 'কয়েকটি কবিতা' প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে নিজের স্বর্ণপদক বিক্রি করে। এরপর একে একে প্রকাশিত হয় 'গ্রহণ' (১৯৪০), 'নানাকথা' (১৯৪২), 'খোলা চিঠি' (১৯৪৩), 'তিন পুরুষ' (১৯৪৪) এবং 'সমর সেনের কবিতা' (১৯৫৪)। নিজের কবি জীবন সম্পর্কে সমর সেন আত্মজীবনীতে লিখেছেন —

> "আমার কবিতা রচনার আয়ু অবশ্য বারো বছর — ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত, অর্থাৎ আমার আঠারো থেকে তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত। প্রথম বই 'কয়েকটি কবিতা' বের করি ১৯৩৭-এ স্বর্ণপদক বেচে, উৎসর্গ করি মুজফ্‌ফর আহমেদকে।"[৬]

আলোচ্য প্রবন্ধে আমাদের আলোচিত বিষয়, সমর সেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কয়েকটি কবিতা'-র অন্তর্গত 'মহুয়ার দেশ' কবিতায় কবির স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের মধ্য দিয়ে রূঢ় বাস্তবের মাটিতে ফিরে আসার বেদনাময় দুঃস্বপ্নের প্রতিভাস। মার্কসবাদে বিশ্বাসী কবি সমর সেন রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করলেও একথা তিনি জানতেন যে, স্বপ্ন ছাড়া আমাদের জীবনের কোনো দাম নেই। কেননা আমরা আমৃত্যু স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে থাকি এবং স্বপ্ন দেখতেও ভালোবাসি। কিন্তু স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় আমাদের মন যেমন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়, তেমনই কবির অন্তরও আর্তনাদ করে উঠেছে 'মহুয়ার দেশ' কবিতায়। স্বপ্নদর্শী কবিকে পুনরায় ফিরে আসতে হয় নাগরিক জীবনের যন্ত্রণাদীর্ণ রূঢ় ও কঠোর বাস্তবতার আবর্তের মাঝে। অথচ এই নাগরিক যন্ত্রণাই কবিকে পালাতে সাহায্য করেছে শহর থেকে বহুদূরে শান্তস্নিগ্ধ শ্যামল প্রকৃতির বুকে--মেঘ-মদির মহুয়ার দেশে।

আলোচ্য কবিতায় কবি সমর সেন নগরজীবনের যান্ত্রিকতার পাশাপাশি নির্মল শ্যামল প্রকৃতির ছায়া সুনিবিড় মমতামাখা রূপের বিপরীতধর্মী দুটি চিত্র এঁকেছেন। ব্যক্তিজীবনে কবিকে কর্মের তাগিদে বহুদিন দিল্লিতে থাকতে হয়েছিল কিন্তু সাঁওতাল পরগনার নিসর্গ প্রকৃতিকে তিনি ভুলে থাকতে পারেননি। নাগরিক জীবনের যান্ত্রিকতা থেকে অর্থাৎ সংকীর্ণতার তীব্র কারাগার ভেঙে অন্তরের টানে কবি সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য আশ্রয় নিয়েছেন 'ধান সিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়'। পল্লিপ্রকৃতির শান্ত সৌন্দর্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিতার প্রথমেই কবি নদীর জলে গলিত সোনার মতো অস্তগামী সূর্যের রূপ অর্থাৎ সন্ধ্যার চিত্রকল্প এঁকে প্রাকৃতিক শোভার বর্ণনার মাধ্যমে এক রোমান্টিক বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই সৌন্দর্যের স্থায়িত্ব ছিল ক্ষণকাল। কারণ, রোমান্টিক প্রকৃতির এই উজ্জ্বল আত্মপ্রকাশের কালে শীতের দুঃস্বপ্নের মতো সেখানেও ঘুরে-ফিরে আসে ধোঁয়ার বঙ্কিম রেখার বিষাক্ত নিশ্বাস। পল্লীর বুকে স্বপ্নসন্ধানী কবির জীবনে চলে আসে দুঃস্বপ্নের পরিচিত হাতছানি। তবুও অধরা স্বপ্নের পিছনে ছুটেছেন কবি। তাঁর মনে পড়ে যায় অনেক দূরে যে 'মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ' আছে তার কথা। ছায়াঘেরা পথের দুধারে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে রহস্যপূর্ণ দেবদারু গাছের সারি। সেখান থেকে রাতের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে তোলে দূর সমুদ্রের গর্জন। এইরকম নির্মল স্নিগ্ধ পরিবেশে এসে কবির আকাঙ্ক্ষা, যেন তাঁর ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে ভরে থাকে মহুয়া ফুল এবং মহুয়ার গন্ধে বিভোর হয়ে থাকে চারপাশ। বলাবাহুল্য, শহরের পঙ্কিলতা ও কলুষতা থেকে বাঁচতে এরকমই এক গ্রাম্যজীবনের স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। কিন্তু হায়! কবির স্বপ্নালোকিত মহুয়ার দেশেও লেগেছে শহুরে ছোঁয়া, তার শরীরে বসেছে নাগরিক সভ্যতার বিকৃত থাবা। কবির কানে আসে মহুয়া বনের ধারের কয়লাখনির প্রবল শব্দ। শিশিরে ভেজা সবুজ সকালে ধুলো ও কালি মাখা ক্ষুধার্ত অবসন্ন খনি-শ্রমিকদের দেখে কবির সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কবির অনুভূতিতে—

"ঘুমহীন তাদের চোখে হানা দেয়

কিসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন।"

(মহুয়ার দেশ : কয়েকটি কবিতা)

আসলে যান্ত্রিক সভ্যতার যাঁতাকলে পিষ্ট কবি সমর সেন মহুয়ার দেশের স্বপ্ন দেখলেও বাস্তব জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সচেতন কবি মহুয়ার দেশকে আগের মতো করে পাননি। তাঁর দৃষ্টিতে এখানেও সবুজের মোহমদিরতাকে গ্রাস করেছে যন্ত্রসভ্যতার লেলিহান শিখা। পুঁজিবাদী সভ্যতার বাড়বাড়ন্ত তাই কবিকে ব্যথিত করে তুলেছে। আর সে কারণেই 'দুঃস্বপ্ন' দিয়ে তিনি কবিতার সমাপ্তি টেনেছেন।

শহর কলকাতার কবি সমর সেন। আদতে বহিরঙ্গে রোমান্টিকতা বিরোধী হলেও কবি সমর সেন নিসর্গ প্রকৃতির সৌন্দর্য থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেননি। নাগরিক জীবনের ক্লান্তি, অবসাদ, একঘেয়েমি তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়েছিল প্রকৃতির কোলে। সাঁওতাল পরগণার নিসর্গসৌন্দর্য তাঁকে নতুনভাবে জীবনযাপন করার স্বপ্ন দেখিয়েছিল, বাঁচার রসদ জুগিয়েছিল। ধূসর পাহাড়, সাঁওতালদের পরিচ্ছন্ন গ্রাম, মাদলের শব্দ, মুরগির ডাক, মহুয়ার মাতাল গন্ধ কবিকে সর্বদাই আকর্ষণ করত। তাই কবির যৌবনে দেখা সাঁওতাল পরগণা ছিল তাঁর স্বপ্নের অলকাপুরী, মহুয়ার দেশ। 'মহুয়ার দেশ' অর্থাৎ যেখানে মহুয়া পাওয়া যায়, সেই দেশ। প্রকৃতি-ঘেরা পল্লিগ্রাম, যেখানে জীবন-যন্ত্রণা ভুলে থাকার অন্যতম প্রধান উপকরণ হল মহুয়া। কোলাহলমুখর জনজীবনের বাইরে প্রান্তিক ভূখণ্ড এই মহুয়ার দেশই কবির কাছে 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়'। মাঝে মাঝে এই মহুয়ার দেশে অলস সূর্য জলস্রোতে এক উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ রচনা করে যার অপরূপ সৌন্দর্য, নয়নবিমোহন রূপ কবিকে নাগরিক জীবনের ক্ষতে একটুখানি শান্তির প্রলেপ মাখিয়ে দেয়। প্রকৃতি যেন এখানে দুহাত ভরে নিজেকে অবাধে মেলে দিয়েছে। সমস্তক্ষণ পথের দুধারে ছায়াময় হয়ে থাকে দেবদারুর দীর্ঘ রহস্যের মায়াজাল। অরণ্যের নিবিড়তাই এই রহস্যময়তার জন্ম দেয়। আগ্রাসী নগর সভ্যতায় এই রহস্যের গন্ধ খোঁজা এক প্রকার অসম্ভব। আবার মহুয়ার দেশের রাত্রিকালীন নির্জন নিঃসঙ্গতা আন্দোলিত হয় দূর থেকে ভেসে আসা সমুদ্রের জলস্রোতের গভীর শব্দে। আসলে প্রকৃতি যেখানে আপন স্বভাবে নিজেকে অবারিত করে দেয়— মহুয়ার দেশ তার পটভূমি। যন্ত্রসভ্যতার যান্ত্রিকতায় ক্লান্ত, কবির স্বপ্নকল্পনার আশ্রয় এই মহুয়ার দেশ। তাই নগ্ন ও বিকৃত নাগরিক জীবনের অবসন্নতায় কবি বারবার নিজের জীবনে সেই মহুয়ার দেশের ছোঁয়া আকাঙ্ক্ষা করেছেন—

"আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুল
নামুক মহুয়ার গন্ধ।"

(মহুয়ার দেশ : কয়েকটি কবিতা)

সমর সেনের কবিজীবনের প্রথম পর্যায়ে **১৯৩৪-৩৭** – এর মধ্যে লেখা কবিতাগুলিতে প্রায়শই ধূসর সন্ধ্যা, ফুলের গন্ধ, রাত্রি আর মেঘ-মদির আকাশের চিত্রকল্প লক্ষ্য করা যায়। 'ঝড়' কবিতায় বৃষ্টির আভাসে পথে ওড়া ধুলো মনে করিয়ে দেয়—

"বৃষ্টির আভাসে করুণ পথে ধুলো উড়ছে,
এমন দিনে সে-ধুলো মনে শুধু আনে
সাঁওতাল পরগণার মেঘমদির আকাশ;
চারিদিকে আকাশ মেঘ-মদির
আর কিসের দীর্ঘশ্বাস-সাঁওতাল পরগনার নিঃসঙ্গ স্তব্ধতা।"[৭]

তবে 'ঝড়' কবিতায় এই মেঘ-মদিরতা ছিল একেবারেই ঝড়ের প্রস্তুতিপর্ব। আর 'মহুয়ার দেশ'-এ সমর সেনের কবিতার মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়িত কথক পৌঁছোন 'বণিকসভ্যতার শূন্য মরুভূমি' থেকে। কিন্তু তার শ্রেণিচেতনা লক্ষ করে 'খনি অঞ্চলে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল ওদের চিরাচরিত জীবনযাত্রায়'[৮]। দেখে মহুয়ার দেশের সবুজ নিষ্কলুষতাকে ঢেকে দিয়েছে খনির ধুলোর আস্তরণ। তাদের সহজ সরল প্রাণবন্ততাকে শোষণ করে সর্বগ্রাসী যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসনে বিধ্বস্ত

হয়েছে 'অবসন্ন মানুষের শরীর'। তারা যেন মনে হয় 'রক্তকরবী'র ছিবড়ে হয়ে যাওয়া মানুষের মতো। যাদের ঘুমহীন চোখে কবি দেখেন জঙ্গল ও পাহাড়ের চিরাচরিত অধিকার হারানোর ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন—সেই দুঃস্বপ্নের অপরিমেয় ভার বয়ে তারা ক্লান্ত, কারণ সর্বগ্রাসী ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের 'জয়াশা' নেই। জীবন যুদ্ধে বেঁচে থাকতে গিয়ে স্বাধীন জীবনচর্যা থেকে এরা হয়ে দাঁড়িয়েছে খোদাইকর, খনিমজুর। পৃথিবীর পেট চিরে তারা তুলে আনে জীবনের মরা ধন। আসলে যন্ত্রসভ্যতা এখানে মানুষের সৌন্দর্য উপভোগের ক্ষেত্রটিকে ক্রমশ ছোটো করে দিচ্ছে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থপিশাচ মানুষ মুনাফার লোভে মহুয়ার দেশের প্রকৃতিকে পরিণত করেছে ভোগের উপকরণ হিসেবে এবং মানুষকে পরিণত করেছে আজ্ঞাবহ ক্রীতদাসে। আর এভাবেই পুঁজিবাদী শিল্পপতিরা মহুয়ার দেশকে ক্রমশ যন্ত্রসভ্যতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাই সমর সেনের স্বপ্নের দেশ, যৌবনে দেখা সাঁওতাল পরগনা স্বপ্নেই থেকে গেছে—মহুয়ার দেশ বাস্তব নয়, তা শুধুই স্বপ্ন ও স্বপ্নময়তার দেশ।

সমর সেন তাঁর একটি কবিতায় লিখেছিলেন—

> "আর্টের কৈবল্য শুধু, অখণ্ড চৈতন্য শুধু, ...
> কালক্রমে টেকনিক নিয়ে যাবে নব্যকাব্যলোকে।"
> (সাফাই : চার ; তিনপুরুষ)

কবিতার আঙ্গিক নিয়ে সমর সেন এমনই ভাবতেন। তাঁর মতে— সংক্ষিপ্ত আয়তনে গম্ভীর বক্তব্যকে তুলে ধরাই আসল বিষয়। আলোচ্য 'মহুয়ার দেশ' কবিতাতেও এই বিশেষত্ব দেখা যায়। জীবনের ক্লান্তি, অবসন্নতা, নাগরিক হতাশাকে প্রকাশ করতে গিয়ে গদ্যছন্দের ব্যবহারই বারবার হয়েছে তাঁর কবিতার অবলম্বন। 'বাবু বৃত্তান্ত'-এ এই গদ্য ছন্দের উৎস সম্পর্কে বলেছেন—

> "কলকাতায় যাতায়াতের সময় ট্র্যামের গতিছন্দে কবিতার অনেক লাইন মনে দানা বাঁধতো--ট্র্যামের গতিছন্দ হয়তো গদ্যছন্দের মূল ছিল।"[৯]

তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, অন্ত্যমিলের লঘু চলনে জীবনের ব্যাপ্তিকে যথেষ্ট ধরা যাবে না তাই মিলহীনতাই এর উপযুক্ত সমাধান হতে পারে। আলোচ্য কবিতায় মাত্র বাইশটি পঙ্‌ক্তিতে নগরজীবনের ক্লান্তি আর শূন্যতাকে কবি যেমন তুলে ধরেন, তেমনি এর পাশাপাশি মিশিয়ে দিয়েছেন এক আশ্চর্য স্বপ্নময়তা— যা এই ক্লান্ত জীবনের প্রেক্ষাপটে বহু আকাঙ্ক্ষিত রোমান্টিকতার আবহ তৈরি করেছে। কবিতাটির সময়কালের বিস্তার এক সন্ধ্যা থেকে পরের দিনের সকাল পর্যন্ত। সমগ্র কবিতার প্রথম তিন পঙ্‌ক্তির অস্তগামী সূর্যের প্রতিফলনের রোমান্টিকতা ভেঙেযায় চতুর্থ পঙ্‌ক্তির অন্ধকারের ধূসর ফেনায়। পঞ্চম পঙ্‌ক্তির উজ্জ্বল স্তব্ধতাকে ছিঁড়ে ফেলে 'ধোঁয়ার বঙ্কিম নিঃশ্বাস' আর 'শীতের দুঃস্বপ্ন'। তৃতীয় বাক্যের মেঘ-মদির মহুয়ার দেশের পেলবতা আর পথের দুধারের দেবদারুর রহস্যময়তাকে কবি ভেঙে ফেলেন নির্জন একাকীত্বে দূর সমুদ্রের গর্জনে। তাই চতুর্থ বাক্যে মহুয়ার ফুল ঝরেও ইচ্ছাপূরণের আকাঙ্ক্ষা খণ্ডিত হয়। নগরজীবনে বসে রাত্রির অসহ্য নিবিড় অন্ধকারে কবি শোনেন মহুয়া বনের ধারের কয়লা খনির গভীর বিশাল শব্দ। এক ইঙ্গিতপূর্ণ দুঃস্বপ্নের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পড়ে কথক বুদ্ধিজীবী আর খনিশ্রমিক। এই অসাধারণ চিত্রকল্পগুলির ব্যাপকতা হয়তো অন্ত্যমিলযুক্ত পদ্য ছন্দের থেকে গদ্য ছন্দেই বেশি সাবলীল হয়ে উঠেছে। সমর সেন এই কবিতার মধ্যে সহজ শব্দের প্রয়োগ যেমন করেছেন, পাশাপাশি অসাধারণ কাব্যিক শব্দবন্ধও যুক্ত করেছেন, যেমন— 'অলস সূর্য', 'উজ্জ্বল স্তব্ধতা', 'সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস', 'শীতের দুঃস্বপ্ন' ইত্যাদি। আর এভাবেই মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের ক্লান্তি ও হতাশা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে কবি অনবদ্যভাবে শিল্পরূপ দিয়েছেন গদ্যকবিতার আশ্রয়ের রূপকল্পে।

সুতরাং, 'মহুয়ার দেশ' কবিতায় স্বপ্ন থেকে স্বপ্নভঙ্গ এবং তা থেকে দুঃস্বপ্নের হাতছানিতে কঠিন বাস্তবের মাটিতে ফিরে আসার বাস্তবতা ধরা পড়েছে। আসলে নিত্যদিনের রুটিনমাফিক বাস্তবজীবনের কঠোরতায় আমরা হাঁপিয়ে উঠি, হয়ে যাই বিধ্বস্ত, পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন। এই অবসাদ থেকে আমাদের মুক্তি দেয় স্বপ্নের জগৎ - যেখানে আমরা

পাই অনাবিল শান্তি, বেঁচে থাকার নতুন রসদ। এ এমনই এক জগৎ যাকে মানুষ বলতে পারে 'সব পেয়েছির দেশ'। কবি সমর সেনও দূষণ-ক্লান্ত নগর জীবনের অবসাদ বা বিষণ্ণতা থেকে মুক্তি পেতে এরকমই এক স্বপ্নের জগৎ বা দেশের সন্ধান পেয়েছিলেন, যা ছিল শহর জীবন থেকে অনেক অনেক দূরের মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ। প্রকৃতির সবুজ পেলবতায় কবিমন সেখানে 'দুদণ্ড শান্তি'র খোঁজে পৌঁছে যায়। কিন্তু শীতের দুঃস্বপ্নের মতো নাগরিক সভ্যতার দূষণ সেই পবিত্র মহুয়ার দেশকে গ্রাস করার জন্য উন্মুখ। পরিবর্তিত ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শোষণের কারাগারে বন্দি হয়ে পড়ে প্রকৃতির কোলে লালিত চিরাচরিত স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মহুয়ার দেশের মানুষজন। তাই এ কবিতায় কবিমন মধ্যবিত্ত রক্তের ক্লান্তি আর দুঃসহ অস্তিত্বের ধূসরতার বোধ নিয়ে যন্ত্রসভ্যতার মরুভূমি শহর ছেড়ে স্বপ্নের ডানায় ভর করে যে মহুয়ার দেশে যান, তা এই অবক্ষয়িত জীবনের বিপরীতে তথাকথিত 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়' হয়ে ওঠেনি তাঁর বস্তুবাদী রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে। কবির শ্রেণি সচেতনতাই তাঁকে মধ্যবিত্ত জীবনের সীমায়িত পলায়নবাদিতায় মুক্তি দেয় না বরং দাঁড় করিয়ে দেয় বাস্তবের মাটির সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিকশ্রেণির পাশে। এ প্রসঙ্গে সমর সেন নিজেই বলেছেন—

> ''আমি সাধারণ মধ্যবি
> ত্ত, কূপের মণ্ডুক, ছাপোষা মানুষ।''[১০]

রিয়ালিটির থেকে নিষ্কৃতির চেষ্টা পরাজয়ের দুর্বল ভঙ্গি, প্রকৃতির স্বপ্নলোক ক্লীবের অলীক স্বর্গ। তাই কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে যন্ত্রসভ্যতার সর্বগ্রাসী চেহারাকে স্বপ্ন ও বাস্তবের প্রতিভাসে কবি সমর সেন তুলে ধরেছেন 'মহুয়ার দেশ' কবিতায়।

তথ্যসূত্র :

১. সেন, সমর, বাবু বৃত্তান্ত, দে'জ পাবলিশিং, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯১, বৈশাখ ১৩৯৮, কলকাতা, পৃ. ৯৩-৯৪
২. সমর সেনের কবিতা, তৃতীয় সংস্করণ, সিগনেট প্রেস, ১৩৭৬, কলিকাতা, পৃ. ১০৮
৩. সেন, সমর, বাবু বৃত্তান্ত, দে'জ পাবলিশিং, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৯১, বৈশাখ ১৩৯৮, কলকাতা, পৃ. ২৪
৪. আচার্য্য, ডঃ দেবেশ কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ), চতুর্থ মুদ্রণ-এপ্রিল ২০১৪, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৃ. ৩৩৫
৫. দত্ত, মীনাক্ষী, 'কবিতা' পত্রিকা-সংকলন, প্রথম খণ্ড
৬. সেন, সমর, বাবু বৃত্তান্ত, দে'জ পাবলিশিং, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৯১, বৈশাখ ১৩৯৮, কলকাতা, পৃ. ২১
৭. সেন, সমর, মেঘদূত, ঝড়, কয়েকটি কবিতা, পৃ. ১১
৮. সেন, সমর, বাবু বৃত্তান্ত, দে'জ পাবলিশিং, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৯১, বৈশাখ ১৩৯৮, কলকাতা, পৃ. ২৪
৯. তদেব পৃ. ২১
১০. সেন, সমর, লোকের হাটে - ৪, সমর সেনের কবিতা, সিগনেট প্রেস, ৪র্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৮৪, পৃ. ১৩৬